বিভাগীয় হিসাবরক্ষক (ডিএ) প্রথম পর্ব পরীক্ষা, ২০১৮

সার-সংক্ষেপ ও পত্র লিখন

সময়—৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান—১০০

পাস নম্বর—৪০

[দ্রষ্টব্য :—ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে বাংলা ও ইংরেজি মিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে টেকনিক্যাল শব্দের ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার করা যাবে। ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ

নম্বর

১। একটি শিরোনামসহ নিম্নের প্রবন্ধটির সার-সংক্ষেপ তৈরি করুন :— ৪০

জাতিসংঘের সব সদস্য একসাথে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি) এর জন্য একাত্মতা জানায় ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহের ঘোষণা—"আমাদের বিশ্বের আমূল পরিবর্তন : টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা" অনুযায়ী "আমাদের সরকারের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে আগামী ১৫ বছর এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তুগুলি অর্জনের অগ্রগতির অনুবর্তন ও পর্যালোচনা করা।"

ইন্টোসাই সম্প্রদায় একারণে ইন্টোসাই-এর ২০১৭—২২ সময়ের উদ্দেশ্য অর্জনের সমন্বিত প্রধান কর্মকাণ্ডে এসডিজি অন্তর্ভুক্ত করেছে। সমন্বিত প্রধান কর্মকাণ্ড-২ এর আওতায় ইন্টোসাই প্রতিটি রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন প্রচেষ্টার অনুবর্তন/ফলোআপ ও পর্যালোচনা সে দেশের নিজস্ব অবস্থানের প্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করবে। এমতাবস্থায় আবুধাবীতে ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত ইন্টোসাই এর ২২তম কংগ্রেস এ ২০৩০ এজেন্ডার বস্তুনিষ্ঠ, স্বাধীন অডিট পরিচালনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে ইন্টোসাই নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং ম্যান্ডেটের আলোকে সুপ্রীম অডিট ইন্সটিটিউশনদের জন্য একটি সক্ষমতা বৃদ্ধিকারী প্রোগ্রামের আয়োজন করে। এ প্রোগ্রামটি ইন্টোসাই এর নলেজ শেয়ারিং কমিটি, ইন্টোসাই এর আঞ্চলিক সংগঠন এবং ইউএনডিইএসএ এর পাবলিক এডমিনিসট্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের অংশীদারিত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

এছাড়াও এ প্রোগ্রামটি ইন্টোসাই-এর ২০১৭—২০২২ স্ট্রাটেজিক প্লানে উল্লিখিত রয়েছে। এ প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য এসএআইদের ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নের প্রস্তুতির পারফরমেন্স অডিট পরিচালনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যার ফলোশ্রুতিতে জনগণের জন্য, 'ভ্যালু ও বেনিফিট' নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে।

এ প্রোগ্রামের অংশহিসেবে একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়, যা যেসব এসএআই এসডিজির প্রস্তুতির অডিট করতে আগ্রহী তাদের কিভাবে সামগ্রিক সরকার (Whole of government) এপ্রোচ ব্যবহার করে ইসাই (ISSAI) অনুসরণে পারফরমেন্স অডিট পরিচালনা করতে হবে সে সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।

যদিও এ গাইডেন্সটি এসডিজি বাস্তবায়নে অডিট পরিচালনা বিষয়ে কোন দিক-নির্দেশনা দেয় না কিন্তু এখানে উল্লিখিত অডিট মডেল এবং সামগ্রিক সরকার এপ্রোচ কার্যকরভাবে এসডিজি বাস্তবায়ন এবং প্রস্তুতি দুই ধরনের অডিটের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

এই গাইডেন্সটি তিনভাগে বিভক্ত এবং প্রতিটি ভাগ পরবর্তীভাগের সাথে সম্পর্কিত। প্রতিটি ভাগ এসডিজি অডিট পরিচালনাকারী এসএআইদের সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তার উত্তর দেয়ার প্রচেষ্টা করে। এর প্রথম ২টি ভাগ এসএআই ম্যানেজমেন্ট, এসএআই স্টাফ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ২০৩০ এজেন্ডা এবং এজেন্ডায় এসএআই-এর ভূমিকা কী সে

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

বিষয়ে ধারণা দেয়। গাইডেন্সের প্রথম ভাগ জাতিসংঘের ২০৩০ এজেন্ডা ও এসডিজি এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস্ (এমডিজি) এর সাথে এসডিজি এর পার্থক্যের বিষয়ে আলোচনা করে। কিভাবে এসডিজি জাতিসংঘ পর্যায়ে এবং নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ও উপস্থাপন করে।

দ্বিতীয় ভাগ এসডিজি বাস্তবায়নে এসএআই এর ভূমিকা এসএআই স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এর আলোকে বিবেচনা করে। এখানে ইসাই-১২ এর ভ্যালু ও বেনিফিট এর সাথে এসডিজি কিভাবে সংযুক্ত সে সম্পর্কেও ধারণা প্রদান করে। এছাড়াও এসডিজির অডিট পরিচালনার জন্য কি ধরনের ভিন্ন অডিট এপ্রোচ গ্রহণ করতে হবে তারও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

গাইডেন্স এর তৃতীয় ভাগটি অডিট টিমের সদস্যের কথা বিবেচনা করে প্রণয়ন করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে এসডিজি প্রস্তুতি অডিটের জন্য অডিট মডেল প্রস্তাব করা হয়েছে। এ মডেলটি সম্পূর্ণ এজেন্ডা অথবা যে কোনো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডার মূল উপাদান ১৭টি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস যা জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত বহাল থাকবে। এসডিজিগুলি ১৬টি বিষয়ভিত্তিক এলাকার সকল দিকের টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি ইনটিগ্রেটেড রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করে। এ ফ্রেমওয়ার্কে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ও বাস্তবায়ন পন্থার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এসডিজিগুলো এমডিজি এর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গঠন করা হলেও পূর্ববর্তী গ্লোবাল রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক থেকে তা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য প্রদর্শন করে। এ পার্থক্যগুলো এসডিজি-এর আকাঙ্ক্ষা, পরিধি, কাঠামো এবং এপ্রোচ এর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের মূলনীতির সাথে সম্পর্কিত।

এজেন্ডা ২০৩০ কেবলমাত্র উদ্দেশ্যভিত্তিক পরিকল্পনা এবং রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এতে এসডিজি এর উদ্দেশ্য এবং ১৬৯টি লক্ষ্যবস্তুর অতিরিক্ত এর ভিশন, টেকসই উন্নয়নের মূলনীতি, বাস্তবায়ন নীতিমালা এবং একটি ফলোআপ ও পর্যালোচনা কাঠামো অন্তর্ভুক্ত আছে।

এজেন্ডা ২০৩০টি উন্নয়ন কৌশলের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনার কথা বলে এবং টেকসই উন্নয়নের সকল মাত্রার সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিত বাস্তবায়নের ওপর জোর দেয় (UNITAR ২০১৬)। এই নতুন এজেন্ডাটি ৫টি মূল ধারণার উপর নির্ভরশীল জনগণ, বিশ্ব, উন্নয়ন, শান্তি ও অংশীদারিত্ব।

কিভাবে এসএআইসমূহ এসডিজি অডিট পরিচালনা করবে তার আলোচনায় ৩টি বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত এসডিজি অডিটের মাধ্যমে এসএআইসমূহ কি ধরনের মূল্য ও উপকারিতা সৃষ্টি করবে? দ্বিতীয়ত এসডিজি অডিটের ক্ষেত্রে পার্থক্য কী? এবং তৃতীয়ত এসএআই-এর জন্য এসডিজি অডিটের রোডম্যাপ কী হওয়া উচিত?

এসএআই কী কারণে গঠন করা হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর মূলত ইসাই-১২ এ পাওয়া যায়। ইসাই-১২ অনুযায়ী এসএআইসমূহ তাদের দেশের জনগণের জন্য গুণগতমান এবং উপকারিতা নিশ্চিতকরণের জন্য কাজ করে। এজেন্ডা ২০৩০ এর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এটি পৃথিবীর সকল নাগরিকের জন্য আরও উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট। প্রতিটি রাষ্ট্র এ সমন্বিত, সর্বজনীন ও অবিভক্ত উদ্দেশ্যগুলোর বাস্তবায়নের জন্য একমত হয়েছে একসাথে বিবেচনা করলে এই উদ্দেশ্যগুলো এসএআই এর সম্পূর্ণ অডিট এলাকা আচ্ছাদিত করে। এমতাবস্থায় এসডিজি-এর অডিট সম্পাদন

করা আর দেশের জনগণের জন্য গুণগতমান ও উপকারিতা নিশ্চিত করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জনগণের জন্য গুণগতমানের নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি এসএআই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যথাযথ ও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কর্মপদ্ধতি, প্রফেশনাল জনবল, কার্যকরী নেতৃত্ব এবং সাহায্যকারী কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। জাতিসংঘের এসেম্বলী রেজিলুশন এ ৬৬/২০৯(২০১১), এ ৬৯/২২৮(২০১৪) ও এ ৬৯/৩২৭(২০১৫) অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের সরকারি প্রশাসনে দক্ষতা, জবাবদিহিতা, কার্যকারিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য এসএআইসমূহকে শক্তিশালী করা আবশ্যক। এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ডের সফলতার জন্য এসএআই-এর ভূমিকা রয়েছে।

এছাড়াও এসএআই কর্তৃক তার নিজের কর্মকাণ্ডের উপর গুণগতমান সম্পন্ন রিপোর্ট প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক নিয়মানুতা এবং পারফরমেন্স এই তিন ধরনের অডিট সম্পাদনের মাধ্যমে এসএআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। লক্ষ্যণীয় যে, এক্ষেত্রে এসডিজি 'কি' বা অডিটের সাবজেক্ট ম্যাটার বা বিষয়বস্তু এবং ইসাই 'কিভাবে' বা অডিটের পদ্ধতি ও স্ট্যান্ডার্ডস প্রদান করে থাকে। আরও লক্ষ্যণীয় যে, এসডিজি বাস্তবায়ন একটি সমন্বিত কার্যক্রম, যা একাধিক স্টেকহোল্ডার কর্তৃক অর্জিত হয়। ফলে অডিট রিপোর্টের প্রতি অধিকতর আগ্রহ থাকবে। ফলে এসএআই কর্তৃক কার্যকরভাবে তাদের অডিটের ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা থাকবে। কিন্তু অডিট রিপোর্টই শেষ কথা নয়। এসএআইদের একটি দক্ষ ফলোআপ পদ্ধতি থাকতে হবে যেহেতু এসডিজি দীর্ঘসময়ের উদ্দেশ্য এবং এর ফলাফল বেশ কয়েক বছর পর অনুধাবন করা সম্ভব হবে। একটি রাষ্ট্রের যেমন এসডিজি বাস্তবায়নের উপর নিয়মিত মনিটরিং ও রিপোর্টিং করতে হবে, তেমনি এসএআই এর ভূমিকা হবে অডিটের সুপারিশসমূহের ফলোআপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এখন দ্বিতীয় যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তা হলো এসডিজির অডিট কি নিয়মিত কাজের মত, না এর জন্য ভিন্ন ধরনের এপ্রোচ প্রয়োজন হবে? এর উত্তরে আমাদের লক্ষ্য করতে হয় যে, এসএআই'রা যখন প্রথমে এসডিজি' এর প্রস্তুতি ও পরবর্তীতে এসডিজি বাস্তবায়নের অডিট পরিচালনা করবে তখন লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসডিজি বাস্তবায়নের সকল নীতিমালার প্রতিপালন করা হয়েছে' কিনা। এ বিষয় বিবেচনা করার জন্য এসএআই-এর নিম্নলিখিত সংশ্লিষ্টতা সৃষ্টি হবে :—

(১) এসডিজি বাস্তবায়নে সকলের অংশগ্রহণ, অন্তর্ভুক্তি এবং কাউকে পেছনে ফেলে না আসার অংগীকার অডিট করতে হলে এসএআইকে গতানুগতিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

(২) সকলের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য কার্যকারিতা বিষয়ক অডিট প্রশ্নকে সমতা (equity) এবং সমভাব (equality) পর্যালোচনার জন্য বিস্তৃত করতে হবে।

(৩) এসডিজি বাস্তবায়নে আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত মাত্রার বিবেচনা করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(৪) যেহেতু এসডিজি একটি রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক সেহেতু এসডিজি অডিটের সময় এসএআই-কে পারফরমেন্স বিষয়ক তথ্য ও পারফরমেন্স পরিমাপ কাঠামো অডিটের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

নম্বর

এসএআই এর এসডিজি অডিট কার্যক্রমের বিষয়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের বিভিন্ন ধরনের প্রত্যাশা থাকবে। এ কারণে ইন্টোসাই এর ২০১৭—২২ সময়ের স্ট্র্যাটেজিক প্লানে চার ধরনের এপ্রোচের কথা বলা হয়েছে যার দ্বারা এসএআই এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এপ্রোচগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :—

(১) এসডিজি প্রস্তুতি এবং এ সংক্রান্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিরীক্ষা।

(২) সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড যেগুলো এসডিজির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু/উদ্দেশ্য অর্জনে বাস্তবায়িত হয় তার পারফরমেন্স অডিট সম্পাদন।

(৩) 'এসডিজি ১৬-স্বচ্ছ, দক্ষ ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা'—উদ্দেশ্যের পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নে কাজ করা।

(৪) অডিট রিপোর্টিং এবং সকল কর্মকাণ্ডে এসএআইসমূহকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

বিভিন্ন ধরনের প্রত্যাশা পূরণের জন্য এসএআইকে দায়িত্ববোধ বাড়াতে হবে, অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য এসএআইসমূহকে তাদের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা/রোডম্যাপ প্রণয়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে :—

(১) এসএআইকে গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের (জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়) কী প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে?

(২) এ প্রত্যাশাসমূহ পূরণের জন্য এসএআই এর কী ধরনের সক্ষমতা, ক্ষমতা/ম্যানডেট ও কর্মপরিবেশ প্রয়োজন হবে?

(৩) আগামীতে এসএআই কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে চায়?

(৪) তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা সঠিকভাবে পালনের জন্য এসএআই কিভাবে তার সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করে?

খ বিভাগ

২। এলজিইডি এর নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহে নিয়মিত পর্যবেক্ষিত ৩টি গুরুত্বপূর্ণ অডিট ইস্যু সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি বরাবর প্রেরিতব্য আধা-সরকারি (Demi official) পত্রের খসড়া প্রস্তুত করুন। ২০

৩। ফিমাতে বিভাগীয় হিসাবরক্ষকদের জন্য e-GP বিষয়ে বছরে ২টি প্রশিক্ষণ পরিচালনার অনুরোধ জানিয়ে মহাপরিচালক, ফিমা বরাবরে একটি সরকারি পত্রের খসড়া প্রণয়ন করুন। ২০

৪। বিভাগীয় হিসাবরক্ষকদের কাজ আরও সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর এর নির্দেশনা সম্বলিত একটি অফিস আদেশের খসড়া প্রস্তুত করুন। ২০

৫। মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের কার্যালয়ে একটি নতুন ও আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের বিষয়ে মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সিএজি মহোদয় বরাবর একটি অফিস স্মারকের খসড়া প্রস্তুত করুন। ২০

বিভাগীয় হিসাবরক্ষক (১ম পর্ব) পরীক্ষা, ২০১০

সার-সংক্ষেপ ও পত্র লিখন

(প্রেসিস এন্ড ড্রাফট)

সময় —৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান—১০০

পাস নম্বর—৪০

[দ্রষ্টব্যঃ —ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে টেকনিক্যাল শব্দ, ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা যাবে। ১নং প্রশ্নের উত্তর আবশ্যিক। ১নং প্রশ্ন ও অপর তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ

নম্বর

১। একটি অর্থবহ শিরোনামসহ নিম্নের গদ্যাংশের সার-সাংক্ষেপ প্রস্তুত করুন ঃ— ৪২

১·০১ দেশের সংবিধান অনুসরণ করে ১৯৭৩ সালে সিএজি অফিস যাত্রা শুরু করে। এই অফিসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই অফিসকে সুপ্রীম অডিট ইন্সটিটিউশন (Supreme Audit Institution) নামে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের উপযোজন হিসাব (Appropriation Account) ও আর্থিক হিসাব (Finance Account) নিরীক্ষা করা এই অফিসের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব ছাড়াও অন্যান্য সরকারী মালিকানায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো অডিট করাও এই অফিসের দায়িত্ব। কাজেই নিরীক্ষাযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য থাকলেও আনুপাতিক লোকবলের স্বল্পতা-এর একটি বড় সমস্যা। এ কারণেই অনেকটা অনন্যোপায় হয়েই টেস্ট চেক (Test Check)-এর মাধ্যমে নিরীক্ষা সম্পাদনের বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

১·০২ শুধু কি লোকবলের স্বল্পতা? তার সাথে রয়েছে দক্ষ নিরীক্ষক-এর নিদারুণ সংকট। স্বল্প লোকবল, অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তি দিয়ে সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান নিয়মিত অডিট করা এবং গুণগত ও মানসম্পন্ন অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকারের নিয়োগ বিধি ও প্রশিক্ষণ নীতি অনুসরণ করে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা বেশ সময় সাপেক্ষ। তাই মানসম্পন্ন পেশাগত উৎকর্ষতায় সমৃদ্ধ অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। FIMA-তে যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে তা বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণে কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। তদুপরি একাডেমীতে উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের তীব্র অভাব রয়েছে। ট্রেনিং কারিকুলামও সময়ের চাহিদার সংগে সংগতিপূর্ণ নয়।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

[illegible]ত সাংবিধানিক দায়িত্ব অর্পিত হওয়া সত্ত্বেও সিএজি অফিসের স্বাধীনতা নেই [illegible]ভাবিক হয়না। লোকবল নিয়োগ ও বাজেট বরাদ্দের মতো অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর জন্য সিএজি অফিসকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের দিকে ভীখেরীর মতো তাকিয়ে থাকতে হয়। অডিটের স্বাধীনতা থাকলেও প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। সিএজি অফিস প্রয়োজনে পেশাদারী নিরীক্ষক নিয়োগে সক্ষম নয়। এ জন্য এখনো নিয়মানুগতা (Compliance) এবং বৈধতা নিরূপণ (Regulatory) নিরীক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। এই নিরীক্ষায় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন-এর ভাউচার এবং নথিপত্র যাচাই করা হয়। সম্প্রতি পারফরমেন্স অডিট সীমিত আকারে চালু করা হয়েছে।

১.০৪ সিএজি অফিস অপচয় ও দুর্নীতি নিবারণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এই অফিস দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচার বিভাগ ও সরকারী হিসাব কমিটি (PAC) এর সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারে। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলোর যৌথ দায়িত্ব পালন নতুন যুগের সূচনা করতে পারে। এর মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখতে পারে। আর এতে করেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি 'দিনবদল' করা আরও বেগবান হতে পারে।

১.০৫ জাতীয় সংসদে অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন ও PAC-তে অডিট রিপোর্ট আলোচনায় বকেয়া মুক্ত করার ক্ষেত্রে সিএজি অফিস ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এ কারণেই পৃথিবীর অনেক দেশেই সংবিধান অথবা আইন করে সিএজি অফিসের পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হয়েছে। অথচ পুরাতন পদ্ধতির অডিট, PAC-এর পুঞ্জীভূত বকেয়া অডিট রিপোর্ট জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারছে না। ফলে দুর্নীতিতে জড়িত অর্থও আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রশ্নটিও পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই সরকারের সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং সরকারী কর্মসূচী বা কাজের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ণয় করার জন্য সিএজি অফিসকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা বিশেষ প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অডিটর জেনারেল-এর অফিসকে আরও স্বাধীন ও শক্তিশালী করার জন্য আরও ক্ষমতা প্রদান অত্যন্ত জরুরী।

খ বিভাগ

২। বিভাগীয় হিসাবরক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও ভূমিকা বাড়ানোর লক্ষ্যে, তাঁদের জন্য ১ মাস ব্যাপী একটি যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করার জন্য মহাপরিচালক, বিমা (BIMA) এর বরাবরে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের স্বাক্ষরে প্রেরিতব্য একটি পত্রের খসড়া প্রস্তুত করুন। ২

অথবা,

বিভাগীয় হিসাবরক্ষকদের পদায়ন, নিয়োগ, বদলী ও নিয়ন্ত্রণ-এর ভার মহাপরিচালক পূর্ত অডিট হতে সি এণ্ড এজি অফিসের অধীনে ন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর-এর স্বাক্ষরে প্রেরিতব্য একটি পত্রের খসড়া প্রস্তুত করুন। পত্রটি মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বরাবরে লিখতে হবে।

৩। সাম্প্রতিককালে দ্রব্যমূল্য ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধির কারণে টেণ্ডার ডকুমেন্টস-এর মূল্য প্রচলিত হারের ১০% ভাগ বৃদ্ধির সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্টদের ব্যবহারের জন্য একটি পরিপত্র (Circular) জারী করার লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তুত করুন। ১২

অথবা,

সি এণ্ড এজি অফিস সরকারের সেতুসমূহের টোল আদায় ও তার হিসাবভুক্তির বিষয়ে বিশেষ নিরীক্ষা সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর-এর স্বাক্ষরে প্রেরিতব্য একটি আধা-সরকারী (Demi Official Letter) পত্রের খসড়া প্রস্তুত করুন।

গ বিভাগ

৪। কোন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে বিভিন্ন আর্থিক অনিয়মের কথা উল্লেখ করে তার প্রতিকার চেয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর হস্তক্ষেপ কামনা করে বিভাগীয় হিসাবরক্ষকের তরফ থেকে (Unofficial Note)-এর খসড়া প্রস্তুত করুন। ২০

অথবা,

বিভাগীয় হিসাবরক্ষক-এর নিকট রক্ষিত Objection Book এ গত এক অর্থ বৎসরে যে সমস্ত আপত্তি রেকর্ড করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিকট (Unofficial Note)-এর খসড়া প্রস্তুত করুন। খসড়াটি সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষরে প্রস্তুত করতে হবে।

বিচ্ছিন্ন ও অব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠিত ~~[illegible]~~ করণ এবং প্রশাসনিক
ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

বিভাগীয় হিসাবরক্ষক (১ম পর্ব) পরীক্ষা, ২০০৮

সারসংক্ষেপ ও পত্রলিখন

সময়—৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান—১০০

[দ্রষ্টব্য ঃ—১নং প্রশ্নের মান ৬০ এবং ২নং প্রশ্নের মান ৪০।]

১। একটি উপযুক্ত শিরোনামসহ নিম্নের প্রবন্ধটির সারসংক্ষেপ তৈরি করুন ঃ—

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা জনপ্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বা পরোক্ষ ভূমিকা পালনের প্রেক্ষাপটে জনপ্রশাসনে আধুনিক ও দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য অর্জনে অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু যোগান, বণ্টন এবং ব্যবহার নিশ্চিতকরণ করাই সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল উপাদানসমূহ হচ্ছে সরকারি বাজেট, হিসাব, অডিট এবং অন্যান্য জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা।

বিভিন্ন দেশে ব্যয় বণ্টন এবং নিয়ন্ত্রণে যে দুটি প্রাথমিক উপায় অনুসরণ করা হয় তা হচ্ছে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ব্যয়ের বিভিন্ন খাতসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্বাচন এবং সরকারি আয়-ব্যয়ের পরিবর্তনশীল চিত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়। অন্যদিকে বাজেট হচ্ছে সরকারের সম্পদ আহরণ ও ব্যয় বণ্টন সম্পর্কিত বাৎসরিক আইনগত দলিল। কার্যকর সরকারি হিসাব ব্যবস্থা ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণী এর উপরে সংসদে প্রতিবেদন দাখিল যে আর্থিক জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাকে জোরদার করে সে সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত থাকতে পারেনা। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সচেতন মহল এখন একমত যে, সকল দেশে সঠিক হিসাব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রকাশ নিশ্চিত করতে হিসাব সম্পর্কিত নীতিমালা অনুসরণ আবশ্যক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে জাতীয় সংসদ। দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি দেখাশোনা করার দায়িত্বও জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। সকল প্রকার সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আনার জন্য জাতীয় সংসদ তথা সাংসদদের কি করণীয় তা জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সরকারি কাজের স্বচ্ছতা আধুনিক জনপ্রশাসনের একটি বিশেষ দিক। সরকারের নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব তার কর্মকাণ্ড এবং পারফরমেন্স সম্পর্কে নির্দিষ্ট মেয়াদে জনগণকে অবহিত করা। সরকারের কর্তৃত্ব যে জনগণ দ্বারা প্রদত্ত এবং যে জনগণের জন্য সরকারের সেবা ও সকল কর্মকাণ্ড নিয়োজিত তাঁদের অধিকার রয়েছে সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানার। স্বচ্ছতার মূল নীতি হচ্ছে, সরকারি কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য, অর্থ ব্যয় এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকতে হবে।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

কোন অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে হিসাব বা জবাব প্রদানের বাধ্যবাধকতাই জবাবদিহিতা। রাজনৈতিক, সাংবিধানিক, আইনগত বা চুক্তিভিত্তিক সকল কাজে এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা সমষ্টিকে তাঁদের উপর অর্পিত কাজ বা পারফরমেন্স সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ, ব্যাখ্যা এবং যৌক্তিকতা প্রদানের আবশ্যকতাকেই জবাবদিহিতা বলা হয়। জবাবদিহিতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল উপাদান। সরকারি অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারে নির্বাহী বিভাগ দক্ষতা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে কিনা এবং সে সম্পর্কে স্বচ্ছতা ও দায়-দায়িত্ব নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকাকেই আর্থিক জবাবদিহিতা বলা হয়।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সরকারি অডিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারি অডিট একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সরকারি হিসাব, সরকারি লেনদেনে আর্থিক নিয়ম-নীতি অনুসরণ, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে সাফল্য-ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা হয় এবং এর ফলাফল অডিট প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংসদে দাখিল করা হয়। সরকারি অডিটের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক বাজেটে প্রদত্ত অর্থ ব্যয়ের প্রকৃত স্বরূপ ও তাদের কাজের পারফরমেন্স সম্পর্কে সংসদকে অবহিত করা। আন্তর্জাতিক সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশনের Lima Declaration অনুযায়ী অডিটের উদ্দেশ্য হচ্ছে "বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি অর্থের যথাযথ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা, সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সঠিক বাস্তবায়ন এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ ও জনগণের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে অডিট পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা অডিটর জেনারেলকে প্রদান করা হয়েছে। জনপ্রশাসনে সরকারি অডিটের এই অনন্য অবদান এবং স্বাধীনভাবে অডিট পরিচালনার ক্ষমতা থাকার কারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সরকারি অডিটের ভূমিকা অধিক কার্যকর।

গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থাকে গতিশীল করার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ভূমিকা অপরিহার্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৬ (১)-এ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির (Public Accounts Committee) উল্লেখ এ কমিটির গুরুত্বের পরিচায়ক। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ২৩৩ অনুযায়ী এই কমিটির সদস্য সংখ্যা অনধিক ১৫ জন এবং তাঁরা সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে সংসদ কর্তৃক নিয়োগ লাভ করেন। কোন সদস্য মন্ত্রী পদে নিয়োগ পেলে নিযুক্তির তারিখ থেকে কমিটির সদস্য থাকেন না। সিএজি কর্তৃক প্রণীত অডিট প্রতিবেদন এবং প্রত্যায়িত উপযোজন এবং আর্থিক হিসাবসমূহ পরীক্ষা পিএসি'র কাজের প্রধান ভিত্তি। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ২৩৮ অনুযায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির (Public Undertakings Committee) সদস্য সংখ্যা অনধিক ১০ জন এবং তাঁরা সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কোন সদস্য মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলে নিযুক্তির তারিখ হতে কমিটির সদস্য থাকেন না। এই কমিটির প্রধান কাজ হল আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সকল সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত ইত্যাদি

বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান, সম্পদের স্থিতি, উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম ইত্যাদি পর্যালোচনা করা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা তথা সরকারকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির (Public Estimates Committee) গঠন ও কার্যাবলি জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৫ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা অনধিক ১০ জন এবং তারা সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কোন সদস্য মন্ত্রী পদে নিয়োগ পেলে নিযুক্তির তারিখ থেকে কমিটির সদস্য থাকেন না। এই কমিটির কাজ হল মন্ত্রণালয়/selected প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দ এবং এর বিপরীতে ব্যয় পরীক্ষা করা। এছাড়া বরাদ্দকৃত বাজেটের সঙ্গে সংগতি রেখে কিরূপে মিতব্যয়িতা, সাংগঠনিক উন্নতি বিধান, কর্মদক্ষতা বা প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা যায় সে বিষয়ে সংসদে রিপোর্ট পেশ করা।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে সংসদে অডিট প্রতিবেদন দাখিলের মাধ্যমে অডিট সরকারি অর্থ ও সম্পদ কিভাবে ব্যয় ও ব্যবহৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে সংসদকে একটা নিশ্চয়তা প্রদান করে। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট যথাযথ খাতে ও উদ্দেশ্যে ব্যয় হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার প্রধান উপায় হচ্ছে সরকারি হিসাবের উপর অডিট প্রতিবেদন। সংসদীয় কমিটিসমূহে বিশেষ করে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে অডিট প্রতিবেদন আলোচনা হয় ও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয় এবং সেখানে সচিব বা প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার ও বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত থাকেন। এই প্রক্রিয়া সংসদের নিকট নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গণ্য। (কাজেই আর্থিক জবাবদিহিতা এবং জনগণের কাছে সরকারের নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সরকারের আর্থিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং এর মাধ্যমে প্রশাসনে সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে অডিটর জেনারেলের অফিস এবং সংসদীয় কমিটিসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

২। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের "দেশের প্রতিটি জেলা সদরে ২টি করে মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর জেলা সদরে তালিকাভুক্ত বিদ্যালয় নির্মাণকাজে জটিলতা প্রসঙ্গে) নির্বাহী প্রকৌশলী, দিনাজপুর কর্তৃক প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করে প্রেরিতব্য একটি সরকারি পত্রের খসড়া লিখুন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুলিপি দিন।